পরিক্রমা

ঢেউ-এ ঢেউ-এ গড়ানো নুড়ির মতো গড়াতে গড়াতে
নদীর কিনারে এসে থমকে দাঁড়ায় ঝুঁঝকো বিকেল
সবুজ ফসলের উপর তুমুল হাওয়া খেলছে এক্কাদোক্কা
ঝরে পড়ে নদী, দ-য়ে পাক খায় টালমাটাল জল
পাড় ছাড়িয়েও পারাপারে পা বাড়ায় দুর বহুদুর
মায়াবী মাঝির মতো জেগে ওঠে ওই সন্ধ্যাতারা

নদীর বয়ায় নোঙরের শক্ত দড়ির মতো সব পিছুটান সব মায়া
কোমর জড়িয়ে আমাকে তীব্র টানা দেয়

ক্রমশ শুকোয় জলকাদা অশ্রু-ফোঁটা রক্তাক্ত-হৃদয়
অনেক টপকে এসেছি উপচানো আগুনের বেড়ি, শেকল করেছি নূপুর
ঝরঝর ঝরনার মতো ঝরঝরিয়ে ঝরেছে চোখের আগুন
শঙ্খচিল যেমন বোঝে ডানা আর আকাশের নীল
ভ্রমণ জানে যেমন তাড়ির হাঁড়িতে গেঁজে ওঠা তীব্র দুপুর
রাধা যেমন চেনে আকুল কাঙিক্ষত বাঁশির স্বনন
প্রত্যেক আগুনের জ্বলে ওঠার মতো চিরাগ বুকে
কোন্ বল মারতে হবে ছাড়তে হবে কোন্ বল
শঙ্খের গোপন গানে আমিও জেনেছি সমুদ্রনাদ

খোলস ফেলে নতুন জীবন বাজাতে বুটিবুটি রোদ্দুরে কৃষ্ণচূড়া

একেলা

যাবে বলে
যে গেছে চলে
বেশ ভালো
সে আর না - এলে

ফিরে এলে
ছলে-বলে-কৌশলে
সঙ্গে আনবে
পুরানো ঝামেলা

এখন বেশ আছি
একান্ত একেলা।

কবিতা - জীবন

এসেছি শূন্য হাতে
করতল এখন শূন্য
শূন্যতা দেখে কে আর কাছে থাকে।

যাচ্ছি চলে শূন্য হাতে
রেখে যাচ্ছি অক্ষরের জঙ্গল
আর একবহতায় ছলাত ছলাত ঢেউ

কত বিষাদ কত যন্ত্রণা পোষে নদী
ভেঙে ভেঙে বুকে হেঁটে হেঁটে
নদী চায় অপার সমুদ্র

কিছু ভাস্কর্য-খিলান রেখে যেতে না - পারার
অব্যক্ত ভীষণ এক টান বুকে ধরে
যাচ্ছি মহাশূন্যে সুদুরে নীহারিকা ছেড়ে

কবিতা ডাকলেই আমি তোলপাড়
কবিতাহীন ভূমি নেই কোথাও এখানে
সর্বত্র শুধু কবিতার বিস্তার

মহাশূন্যে যদি থাকে পলাশ-রঙন
যদি বাজায় বাঁশি হৃদয়, বাজায় উন্মন মন
সেখানে থাকে যদি পরম কবিতা-জীবন

অক্ষর দিয়ে জ্বেলে রাখব আগুন - প্রাণন।

সৃষ্টিসন্ধান